27/8/2003

তারিখ ঃ ...
পৃষ্ঠা ৭.২ কলাম ৭...

ভোরের কাগজ

দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার কতো?

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

অম্লান দেওয়ান : ৭০০ কোটি টাকা অর্থায়নে গৃহীত সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিদেশী দাতা সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও স্থানীয় এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

২০০৬ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১০০ ভাগকে সাক্ষর করে তোলার সরকারি ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি হিসাবে দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশ। ২০০৬ সালকে টার্গেট করা হলেও ২০০৩ সালের মধ্যেই দেশের জনগোষ্ঠীর ১০০ ভাগ সাক্ষর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমিতিয়েন শহরে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন দেশ মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়। এ সংক্রান্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় গ্রহণ করা হয় কয়েকটি প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর আওতায় ১১ থেকে ৪৫ বছর, ৮ থেকে ১৪ বছর এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রায় ৩ কোটি ৪২ লাখ ৭৫ হাজার মানুষকে সাক্ষর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ সাক্ষর ছিল। ১৯৯১-তে এ হার ৩৫ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। একই হিসাবে বলা হয়েছে, ১৯৯৬-এর জুনে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় সাক্ষরতার হার ছিল ৪৪ ভাগ। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৯ সালে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে সাক্ষরতার হার ৫৬ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়। এর এক বছর পর সাক্ষরতার হার দেখানো হয় ৬২ শতাংশ। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ের কোনো পরিসংখ্যানের ফলাফল পাওয়া না গেলেও এ হার ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন। সরকারি সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৬২ ভাগ। দেশের ৬টি জেলা বর্তমানে নিরক্ষরমুক্ত। জেলাগুলো হলো মাগুরা, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, জয়পুরহাট ও গাজীপুর।

সরকারি দপ্তর থেকে সরবরাহ করা এসব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দেশী-বিদেশী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। সূত্র বলেছে, বিদেশী দাতা সংস্থাগুলো সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এ অগ্রগতি সত্যি সত্যিই হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে চায়। এ ব্যাপারে তারা গোপন রিপোর্ট দিতে বলেছে তাদের দেশীয় প্রতিনিধি সংস্থাগুলোকে। সরকারি দপ্তরগুলো থেকে প্রকাশিত এসব তথ্য পরিসংখ্যানে বাস্তব অবস্থার কতোটা প্রতিফলন ঘটেছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। নইলে তা দেশ ও জাতির জন্য স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যে সব এনজিও কাজ করছে তারাও পড়বে মহাসমস্যায়। কারণ সরকারি শীর্ষ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আশাবাদ অনুযায়ী আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যদি দেশের ১০০ শতাংশ মানুষকে সাক্ষর ঘোষণা করা হয় তাহলে এ খাতে বিদেশী দাতা দেশগুলো সাহায্য বন্ধ করে দেবে। সেক্ষেত্রে তারা হয়তো কম্পিউটার প্রযুক্তি খাতে সাহায্য দেবে। কিন্তু বাস্তবে যদি দেশের মানুষ অক্ষরজ্ঞানযুক্ত না হয় প্রযুক্তি খাতে তাদের সাহায্য কোনোভাবেই কাজে লাগানো যাবে না।